An Online News Bulletin for Preservation and Promotion of Bengali Language and Culture. An initiative of the Bengal Association, Delhi

19 pages Date of publishing - 7th FEB '2024

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ-২৭১

ASSOCIATION SAMBAD

FEBRUARY 2024 Volume 24 No. 10

ফেব্রুয়ারী - ২০২৪

If undelivered please return to
Bengal Association, Banga Sanskriti Bhawan,
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi - 110001Tel. 23344808
E.mail : bengalassociation1819@gmail.com

www.bengalassociation.com

সম্পাদকের কলমে

শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।।

হেমন্তের ডানায় ভর করে, শীত ঋতু এলেই, উত্তরের হিমেল বাতাস গায়ে মেখে প্রকৃতি হয়ে ওঠে যৌবনবতী। কুয়াশা কন্যারাও সারিবদ্ধ হয়ে পরিযায়ী পাখির মতো সাদা ডানা মেলে ঘিরে ফেলে নীল নীল আকাশ। অনেকেরই কাছে শীত বড় আদরের। কারণ শীতের আগমন মানেই শিশির ধৌত উৎসব, একটা আবেগ মিশ্রিত অনুভূতি। শীত মানেই প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়া। শীত মানেই চড়ুইভাতি, বনভোজনের আয়োজন, শীত মানেই সন্ধানী দুই চোখে খুঁজি তোমার চোখের সেই চেনা দৃষ্টি। শীত মানেই খেজুরের রস, নলেন গুড়ের পায়েস, পিঠাপুলি ইত্যাদি খাবারে রসনা তৃপ্তি। শীত মানেই সেদ্ধ-ভাপা পিঠায়, নলেন গুড়ের প্রলেপ দিয়ে স্বর্গীয় কামড়ে, সোহাগী আকাশে মাঞ্জা করা সুতোয় রঙ বেরঙের ঘুড়ির মিলনমেলা। তাই যে সব স্থানে, একটু হলেও শীতের তীব্রতা কমেছে, সেখানেই শুরু হয়েছে মনখারাপ পর্ব, বিরহ বেদনা। তবে রাজধানীর বুকে, এ বছর মাঘ মাস শেষ হতে চলল, অথচ নকশী কাঁথায় শরীর জড়িয়ে উষ্ণ ভালোবাসা যাপন আজও চলছে মহাসমারোহে।

মনুষ্য জাতি প্রকৃতির বরপুত্র। তাই শীতের পাতা ঝরা রিক্ততার মধ্যেও প্রকৃতি যেন কানে কানে কিছু বলে যায়। তাই যুগ যুগান্ত ধরে, সহজাত কবিমন সমৃদ্ধ হয়েছে, নানা আবেগ আর উপলব্ধি মেশানো, সৃষ্টির টেরাকোটায়। সাহিত্যের কারুঘরে উঁকি দিলে দেখি, মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে, শীত যেমন ধরা দিয়েছে রাধার অভিসার অনুষঙ্গে, ঠিক তেমনই মঙ্গল কাব্যে ধরা দিয়েছে ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখ কাহিনীর বর্ণনায়। তবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে, আরাকান রাজসভার কবি সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' অনুবাদ কাব্যগ্রন্থে, শীত উপস্থিত হয়েছে, তার রোমান্টিক আবহ নিয়ে। আবার আমাদের রবিঠাকুরের কবিতায়, চিরায়িত প্রেমের অবারিত উৎস থেকে শুরু করে শীতের যেমন ভয়ঙ্কর রূপের ছবি পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই শীতের পাতা ঝরা রিক্ততার মধ্যেও নজরুলের

লেখায় খুঁজে পাওয়া যায়, সুখ মিশ্রিত আনন্দ, নব আবাহন গীত।

প্রত্যেক বছর এই ফেব্রুয়ারী মাস উপস্থিত হলেই, মাতৃভাষা প্রেমীদের মন বড় উতলা হয়ে ওঠে। চোখ বন্ধ করলেই সবার মনে পড়ে যায় স্মৃতির গৌরব মাখা সেই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটার কথা। মনে পড়ে যায়, সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার সহ বহু ছাত্রের রক্তাক্ত বলিদানের কথা। তবে এই মরণপণ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল বহু বীরাঙ্গনা বাঙালি নারী, যাদের বীরত্বমন্ডিত গাঁথারকথা হয়তো অনেকেই জানেন না। আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে, ইউনেস্কো মহান একুশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাই প্রায় সারা বিশ্বজুড়ে এই বিশেষ দিনটি প্রত্যেক বছর বীর শহীদদের স্মরণে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। তাই অমর একুশের শুধুমাত্র একটা দিন নয়, অমর একুশে আমাদের অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের অনলাইন মুখপত্র। বিগত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে, আমরা এই মাধ্যমে যথাসম্ভব আমাদের প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সংবাদ, সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি। একই সাথে আমরা আমাদের এই ছোট্ট পরিসরে, দিল্লিতে বহমান বাংলা সংস্কৃতির নানা কর্মকান্ডকে, আপনাদের কাছে মেলে ধরি। আপনাদের সকলের অবগতির জন্য জানাই, অনিবার্য কারণবশত, গত জানুয়ারী সংখ্যা আমরা প্রকাশ করতে সক্ষম হইনি। আশাকরি আপনারা সকলে আমাদের এই অক্ষমতা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লির অধ্যক্ষ শ্রী তপন রায়, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী এবং আমাদের কার্যনির্বাহী সমিতির সকল সদস্যদের তরফ থেকে, ইংরেজি নতুন বর্ষ এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের অসংখ্য শুভেচ্ছা, আন্তরিক প্রীতি ও শুভকামনা রইলো। আনন্দের ও ভালোবাসার ছোঁয়ায়, আপনারা সপরিবারে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন ও আনন্দে থাকবেন।

সকলের অবগতির জন্য জানাই, আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী, বেঙ্গল

অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত যে নাট্য উৎসব মঞ্চস্থ হবার কথা ছিল, অনিবার্য কারণে উক্ত অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হল। পরিবর্তিত সময়সূচী আগামীদিনে ঘোষণা করা হবে।

শোক সংবাদ

গত ৬ই সেপ্টেম্বর, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সদস্যা, আমাদের সাহিত্য পরিকল্পনা কমিটির আহ্বায়ক, শ্রীমতি শাশ্বতী গাঙ্গুলীর পিতা, শ্রী সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের এবং গত ২৬শে নভেম্বর, শ্রীমতি গাঙ্গুলীর শ্বশুর মহাশয়, শ্রী গোবিন্দ গাঙ্গুলী মহাশয়ের জীবনাবসান ঘটেছে। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উভয়ের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে ওনার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

গত ৯ই জানুয়ারী, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য, আমাদের মিডিয়া এবং জনসংযোগ বিভাগের আহ্বায়ক, শ্রী রাজা চট্টোপাধ্যায়ের পিতা, শ্রী তৃপ্তিময় চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে, ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে, পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

গত ২৭শে জানুয়ারী, বাংলা চলচ্চিত্র তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদারের প্রয়াণ ঘটেছে। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই, স্বনামধন্য পরিচালক শ্রী মৃণাল সেনের সুনজরে পড়ে, চলচ্চিত্র জগতে হাতেখড়ি ঘটে ওনার। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের ষোড়শ বাংলা 'সিনে উৎসবে', কিংবদন্তী পরিচালক মৃণাল সেনকে বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে, 'শতবর্ষে মৃণাল সেন' শীর্ষক সেই অনুষ্ঠানে, এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী সশরীরে আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে, ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে, পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য, আমাদের নাট্য উৎসব কমিটির আহ্বায়ক, শ্রী ভক্তি দাসের মাতৃদেবী শ্রী রেণুকা দাস প্রয়াত হয়েছেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে, ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে, পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক এবং ছড়াকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পুরস্কারে সম্মানিত, কবি শ্রী ভবানী প্রসাদ মজুমদার প্রয়াত হয়েছেন। মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার ছবিটা ব্যঙ্গ করে তুলে, তিনি দুটি কবিতা, 'আ-মরি বাংলা ভাষা' এবং 'বাংলাটা ঠিক আসে না', রচনা করে তথাকথিত বাঙালির বাকরুদ্ধ করে দেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে, ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে, পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব সংবাদ

দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের একনিষ্ঠ উদ্যোগে, গত ৯ এবং ১০ ডিসেম্বর, এই প্রথমবার 'বিয়ন্ডবাউন্ডস' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক ডকু-শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্যালেন্ডারে, বঙ্গ সংস্কৃতি ভবনের মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে, প্রতিবছরই আমরা নিয়ম করে 'সিনে উৎসব' উদযাপন করে থাকি, যা অসংখ্য সিনেপ্রেমী দর্শকের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত। বিগত বছরে, আমরা এই 'সিনে উৎসবের' ব্যানারে, নানা ধরণের বাছাই করা উন্নত মানের বাংলা চলচ্চিত্র দেখিয়ে এসেছি এবং সেই উৎসব এতদিন প্রাণ পেয়েছে, নানা আঙ্গিকের পূর্ণ দৈর্ঘ্য এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের বাংলা ছায়াছবির সংমিশ্রণে। ২০২২-২০২৫ সালের নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত হওয়ার পর, আমরা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম, আমাদের ক্যালেন্ডারে বার্ষিক সিন উৎসবকে ব্যতিরেকে, বছরের অন্য সময়ে, একটু ভিন্ন ধরনের কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে, যার মাধ্যমে রাজধানী দিল্লি প্রবাসী বাঙালিরা তথা অন্য ভাষাভাষীর সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষেরা নতুন কিছু উপহার পেয়ে, আমাদের সাথে একসূত্রে আরও কিছুটা বেঁধে বেঁধে থাকেন।

আপনারা সকলেই অবগত আছেন, দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, জন্মলগ্ন থেকেই, বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে, বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে সর্বদা দায়িত্ব পালন করে এসেছে। আমরা বাঙালিরা, বাংলা নিয়ে ভাবতে, বাংলা নিয়ে কথা বলতে, বাংলায় গান গাইতে বিশেষভাবে পছন্দ করলেও, একটা প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের ছত্রছায়ায় থেকে, আমাদের লক্ষ্য ছিল, আমাদের

যা কুন্দেন্দু তুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
যা বীনাবরদন্ডমন্ডিতভূজা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা ব্রহ্মাচুতশঙ্করপ্রভিতিভিদেবৈ সদা পূজিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যপহা

বসন্ত পঞ্চমীর শুভেচ্ছা

চিন্তাভাবনা, আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা, আমাদের কর্মকান্ড আরও একটু সুদূরপ্রসারী হোক, বিবিধের মাঝে মহান মিলন ঘটাতে ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে। কারণ নিজের মাতৃভাষাকে, সঠিকভাবে লালন পালন করতে হলে, এর মিষ্টি সুরকে বিশ্বব্যাপী ভিন্ন সাংস্কৃতিক মনস্ক ব্যক্তিদের কর্ণকুহরে পৌঁছে দিয়ে সমন্বয় সাধন করতে গেলে, সাংস্কৃতিক আদান প্রদান করার বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের কার্যকরী সমিতির, এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতেই, এবছর আমরা প্রথমবার বাংলা ভাষাকে জড়িয়ে, বাংলা ভাষায় গঠিত বিভিন্ন পুরস্কার বিজয়ী তথ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ফিল্ম দেখানোর সাথে, প্রিয় দর্শকদের কাছে মেলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছিলাম, ভারতবর্ষসহ আরও নানা দেশের, যথাক্রমে ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, বাংলাদেশ, ইটালি এবং নেপাল ইত্যাদি জায়গার কয়েকটা নামকরা ডকু-শর্ট ফিল্ম। এই উৎসবে প্রায় দেড় ডজন ছবির সাথে কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের ডকুমেন্টারী ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল।

দু'দিনের এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে, 'মেঘনা যমুনা' শীর্ষক একটা ফুড ফেস্টিভ্যালেরও আয়োজন করা হয়েছিল আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন চত্বরে। কারণ বাঙালি জাতি ভোজনবিলাসী না হলেও ভোজনপ্রিয় তো বটেই এবং বাঙালিদের এই অনুভূতি নিয়ে, 'পেটে খেলে পিঠে সয়' অথবা 'আগে ভোজন পরে ভজন' ইত্যাদি নানা শব্দবন্ধের সুখ্যাতি ছড়িয়ে আছে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। আড্ডাপ্রিয় বাঙালির সাধন বা সাধনা খালিপেটে কিছুতেই সম্ভব নয়, রসনা তৃপ্ত করতে, সুস্বাদু ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা সাথে থাকতেই হবে। তাই তো সকলের রসনা তৃপ্ত করতে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, বাঙালির প্রিয় লুচি আলুর দম থেকে শুরু করে, বাসন্তী পোলাও, মাটন/চিকেন কষা, মাছ এবং চিকেনের ভর্তা, নোয়াখালির মরিচ ঝাল, বিরিয়ানি (কাচ্চি/কলকাতা স্টাইল), কুচো মাছের পাতুরি, চিংড়ি মালাইকারি, কাটলেট ইত্যাদি নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য সম্ভার। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পুলি পিটে, গোকুল পিঠে, দুধ পুলি, পাটি সাপ্টা, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া থেকে সযেত্ন নিয়ে আসা, সেই চিরপরিচিত লম্বা মাটির হাঁড়িতে, স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় নলেন গুড় থেকে শুরু করে, শাঁখ সন্দেশ, রস কদম্ব, কেশর ভোগ, রাজভোগ, মিষ্টি দই, লবঙ্গ লতিকা, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরের জিলিপি এসব কিছুই শোভা পেয়েছিল, এই বিশেষ উৎসবের স্টলে। এবার না ওপার কোন খাবার বেশি ভালো, আপাতত সেই ঘটি বাঙাল খাদ্য যুদ্ধ ভুলে, আপনারা সকলে বাঙালিয়ানায় মজে

উঠতে, আমাদের এই প্রথমবারের উদ্যোগে, যেভাবে পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আমরা সকলে অভিভূত হয়েছি। উপস্থিত সকলকেই জানাই বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

গত ১৭ই ডিসেম্বর, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত, ষষ্ঠ নাট্যমেলায়, আমাদের মুক্তধারা মঞ্চে, রাজধানী শহরের দুটি জনপ্রিয় নাট্যদল, রুম থিয়েটার ও পুনঃশ্চ, পরিবেশন করেছিলেন দুটি নাটক। রুম থিয়েটার প্রযোজিত, বিবেক চ্যাটার্জী নির্দেশিত একাঙ্ক নাটক, সূর্য নেই স্বপ্ন আছে এবং পুনঃশ্চ প্রযোজিত, সুদীপ কোনার নির্দেশিত একাঙ্ক নাটক 'খেলা' মঞ্চস্থ হয়েছিল মুক্তধারা মঞ্চে। নাট্যমোদী দর্শকদের সকলকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

নয়ডা বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন এবং দুর্গাপূজা সমিতি নয়ডার যৌথ উদ্যোগে, নয়ডা সেক্টর ২৬ কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে, দুইদিন ব্যাপী পৌষমেলা এবং গুরুগ্রামের পূর্বপল্লী ও SLDPC-এর যৌথ উদ্যোগে যে তৃতীয় বাংলা মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আমন্ত্রিত হয়ে, দিগঙ্গন পত্রিকা এবং মুক্তধারা বুক শপের বিভিন্ন বাংলা বইয়ের সম্ভার নিয়ে উভয় মেলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিল। এই দুই জনপ্রিয় উৎসব প্রাঙ্গনে, আমাদের বাংলা বইয়ের স্টলে, উৎসাহী মানুষের ভিড় এবং বাংলা বই বিক্রিতে বেশ উল্লেখযোগ্য সাড়া পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি।

আপনারা অনেকেই অবগত আছেন, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এবং সীমিত ক্ষমতায় দিল্লির মদনপুর খাদার এলাকায়, আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর বাচ্চাদের নিয়ে গঠিত 'অঙ্কুর প্রাথমিক বিদ্যালয়' বিগত দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে স্থানীয় কচিকাঁচাদের শিক্ষাদান করে আসছে। আমাদের একজন পরম শুভানুধ্যায়ীর বিশেষ উদ্যোগে, আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত, দিল্লির সরাইকালে খান বাস ডিপোর সন্নিকটে, "Waste to Wonder" পার্কে, এই কচিকাঁচা বাচ্চাদের আনন্দ দানে, একটি পিকনিক এবং খেলাধুলার আয়োজন করেছি। সেদিন উপস্থিত সকল কচিকাঁচাদের মধ্যে, জলখাবার এবং উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হবে। আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ, আপনারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে, এদের উৎসাহিত করুন।

তপন ও ঋত্বিক শতক
100 YEARS
TAPAN SINHA &
RITWIK GHATAK
BENGAL ASSOCIATION
NEW DELHI
আয়োজিত
সপ্তদশ বাংলা
সিনে উৎসব
17th BANGLA CINE UTSAV
15, 16 & 17 MARCH, 2024
MUKTADHARA AUDITORIUM,
BHAI VEER SINGH MARG,
GOLE MARKET,, NEW DELHI -110 001

আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার সকাল ন'টায়, দিল্লির লোধি গার্ডেনে, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ উদ্যোগে, শুধুমাত্র আমাদের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের জন্য, যৎসামান্য ডোনেশন সংগ্রহের মাধ্যমে, এই প্রথমবার, দু'ঘন্টার একটি হেরিটেজ ওয়াকের আয়োজন হতে চলেছে। ইতিহাস সমৃদ্ধ এই সবুজ পার্কে, গাছের শীতল হাওয়ার স্পর্শে, মনোরম আবহাওয়ায়, অভিজ্ঞ পরিদর্শকের তথ্য সহায়তায়, সর্বাধিক মাত্র পঁচিশ জনের একটি দলগত ভ্রমণে, এই স্থান এবং এখানকার ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভগুলি পরিদর্শনে, আমরা সকলে দিল্লির সমৃদ্ধময় অতীতকে, আরও কাছ থেকে জানতে সক্ষম হবো। হেরিটেজ ওয়াক সম্পন্ন হওয়ার পর, উপস্থিত সকলের মধ্যে সুস্বাদু জলযোগ বিতরণ এবং একটি হৃদয়গ্রাহী বৈঠকী আড্ডার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের এই পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে, আগামীতে আমরা সর্বসাধারণের জন্য আরও বৃহৎ আকারে আয়োজনে সমর্থ হবো।

আগামী ১৫-১৭ মার্চ, দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের আন্তরিক আয়োজনে, বঙ্গ সংস্কৃতি ভবনের 'মুক্তধারা' প্রেক্ষাগৃহে শুরু হতে চলেছে 'সপ্তদশ বাংলা সিনে উৎসব'। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে, কিংবদন্তী পরিচালক ঋত্বিক ঘটক এবং তপন সিনহার জন্ম শতবর্ষকে বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে, আমাদের এই বছরের সিনে উৎসবের শীর্ষক বিষয় হলো 'তপন ও ঋত্বিক শতক'। শুধু উন্নত মানের সিনেমা দেখানোই নয়, বহির্বঙ্গে সিনেমামোদী দর্শকের কথা ভেবে, বাঙালি চলচ্চিত্র জগতের গুণী ব্যক্তিদের সাথে মুখোমুখি আলোচনা এবং আড্ডার সুযোগ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য জানতে উৎসুক ব্যক্তিদের, আমাদের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজে চোখ রাখতে অনুরোধ জানাই।

আনন্দ সংবাদ

সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর 'জলের উপর পানি' উপন্যাসটির জন্য এ বছর সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে, ওনাকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই।

দেশের অন্যতম সেরা টেবল টেনিস প্রশিক্ষক, শ্রী জয়ন্ত পুশিলাল এবছর, দ্রোণাচার্য পুরস্কারে মনোনীত হয়েছেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে, ওনাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা।

BENGAL ASSOCIATION
NEW DELHI
বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব
banga sanskriti utsav 2023-24
BENGAL ASSOCIATION
NEW DELHI
আয়োজিত
সপ্তদশ বাংলা সিনে উৎসব
17th BANGLA CINE UTSAV
15, 16 & 17 MARCH, 2024
MUKTADHARA AUDITORIUM,
BHAI VEER SINGH MARG,
GOLE MARKET,, NEW DELHI -110 001

দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগী, বহু স্মৃতি বিজড়িত দিল্লির প্রাচীন বাংলা স্কুল রাইসিনা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনে আন্তরিক শুভকামনা রইলো।

দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে, বাংলার গৌরব - ২০২৪ সালের পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপকদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

রাজধানী এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সংবাদ

গত ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায়, দিল্লির জনপ্রিয় নাট্যদল 'স্বপ্ন এখন', বঙ্গ সংস্কৃতি ভবনের মুক্তধারা মঞ্চে প্রস্তুত করেন তাঁদের নতুন প্রযোজনা, 'বাইশে শ্রাবণ ও পোড়া মাংসের গন্ধ'।

গত ১৬ই ডিসেম্বর, বিকেল পাঁচ ঘটিকায়, চিত্তরঞ্জন পার্কের কালীমন্দির প্রাঙ্গণে, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন, রাজধানী দিল্লির লে রিদম এবং রিনি মুখার্জী ফাউন্ডেশন। ঐশ্বরিক পথ অনুসরণ করে সাধনা এবং রূপান্তরের মাধ্যমে, যে সমস্ত পরমপূজনীয় ব্যক্তিগণ তাঁদের জীবনভর নিরন্তর সেবা, অবিরাম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ঈশ্বর জ্ঞানে মানব সেবাকে তাঁদের আদর্শ হিসাবে মেনে নিয়েছেন, এমনই দুই মহান ব্যক্তিত্ব, যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন দিল্লি শাখার সেক্রেটারী, পরম পূজনীয় স্বামী সর্বলোকানন্দজী মহারাজ এবং পরম পূজনীয় স্বামী কৃপাকরানন্দজী মহারাজ, যাঁর গাওয়া গান, অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য, সারা বিশ্বব্যাপী বাঙালির মননে কৌতুহল জাগিয়েছে। এনারা, উভয়েই উপস্থিত ছিলেন সেদিন।

গত ১৭ই ডিসেম্বর, বিকাল সাড়ে তিনটায়, চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির প্রাঙ্গণে, 'রবি শত কণ্ঠে' শীর্ষক একটা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। রাজধানী শহরে, এই প্রথমবার এমন একটা বিশেষ উদ্যোগের মূলকান্ডারী ছিলেন, দিল্লি নিবাসী, বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী, প্রয়াত গুরু শ্রী সঞ্জয় সরকারের সুযোগ্য শিষ্য, শ্রী সমর চক্রবর্তী। দিল্লিসহ নয়ডা, গুরগাঁও, ফরিদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলের, রবীন্দ্রগানে ভক্ত অথচ যাদের সেভাবে

কোনো মঞ্চ পরিচিতি ঘটেনি, এমন কিছু শিল্পীদের একত্রিত করে, উনি শতকণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীতের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেদিনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, পদ্মশ্রী এবং সঙ্গীত নাটক একাদেমী পুরস্কারে ভূষিতা, বিদুষী সুমিত্রা গুহ সহ অনেক তাবড় গুণী ব্যক্তিত্ব।

গত ২৩শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায়, দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ির বিশেষ উদ্যোগে, কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে, কথামৃত পাঠ এবং প্রবচন পরিবেশন করেন, রামকৃষ্ণ মিশন দিল্লি শাখার সেক্রেটারি, পরম পূজনীয় স্বামী সর্বলোকানন্দজী মহারাজ।

গত ২৩-২৫শে ডিসেম্বর, প্রভাস কল্যাণী প্রীতি ট্রাস্ট, হাজারীবাগ, সাচ্চিনান্দ ফাউন্ডেশন এবং রিনি মুখার্জী ফাউন্ডেশনের বিশেষ উদ্যোগে, চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী বাড়ি গ্রাউন্ডে, তিনদিন ব্যাপী মনোজ্ঞ সাঙ্গীতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ভজন সম্রাট পণ্ডিত অনুপ জালোটা। এই উৎসবে ভারতের অন্যতম প্রশংসিত কোরিওগ্রাফার শ্রীমতি মৈত্রেয়ী পাহাড়ী দ্বারা কোরিওগ্রাফ করা একটি অসাধারণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকেন অসংখ্য দর্শক। অন্যান্য অনুষ্ঠানে, সঙ্গীত নাটক একাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত পন্ডিত রাজেন্দ্র প্রসন্নের নেতৃত্বে, দেশের খ্যাতিমান ৮ জন সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা লোকগানের উপর একটি সানাই বাদনের মিউজিক ফিউশন অন্যমাত্রা তুলে ধরেছিল। এরপর দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চলের প্রায় ১৭০ জন কণ্ঠশিল্পীর গান এবং আবৃত্তি পাঠ, লে রিদম স্কুল অফ মিউজিকের দ্বারা নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনের পর কোলকাতার জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শোভন গাঙ্গুলীর গান দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। এছাড়াও এই উৎসবকে কেন্দ্র করে, খাদ্য উৎসব, অঙ্কন, আবৃত্তি এবং ফ্যান্সি ড্রেস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ১৩-১৫ জানুয়ারী, চিত্তরঞ্জন পার্ক বঙ্গীয় সমাজের বিশেষ উদ্যোগে, স্বামী বিবেকানন্দ মেলা গ্রাউন্ডে, ৪৮তম পৌষমেলা সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। বাঙালির ঐতিহ্যপূর্ণ খাবার এবং পোশাকের, অসংখ্য স্টল ছাড়াও, প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কলকাতা থেকে আগত এক ঝাঁক নতুন প্রজন্মের গুণী শিল্পীবৃন্দ।

গত ১৩ এবং ১৪ই জানুয়ারী, নয়ডা বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন এবং দুর্গাপূজা সমিতি নয়ডার যৌথ উদ্যোগে, নয়ডা সেক্টর ২৬ কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে, দুইদিন ব্যাপী পৌষমেলা এবং বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। পৌষমেলাকে কেন্দ্র করে, বাঙালির রসনা তৃপ্তিতে, ঐতিহ্যবাহী পিঠে পুলি, পাটিসাপ্টা, গোকুল পিঠে ইত্যাদির নানাবিধ খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন বইয়ের স্টল সহ নানাবিধ প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৌষমেলা জমজমাট হয়ে উঠেছিল।

গত ২৮শে জানুয়ারী, গুরগাঁও সেক্টর ২৭ কমিউনিটি সেন্টারে, পূর্বপল্লী এবং SLDPC-এর যৌথ উদ্যোগে, 'দেখি বাংলার মুখ' শীর্ষক তৃতীয় বাংলা মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চাশজনের অধিক হস্তশিল্পীর উপস্থিতিতে, মেলা প্রাঙ্গণ এক টুকরো সোনাঝুরি হাটে রূপান্তরিত হয়েছিল। এছাড়াও আগত দর্শকদের রসনা তৃপ্ত করতে ছিল একাধিক খাবারের স্টল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজধানী শহরের অসংখ্য গুণী সঙ্গীত এবং বাচিক শিল্পী আমন্ত্রিত ছিলেন। এদের সকলের দুর্দান্ত পরিবেশনে মেলা প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছিল জমজমাট।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, শনিবার সন্ধ্যা ছ'টায়, রাজধানী দিল্লি শহরের জনপ্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, পূর্ব দিগন্ত ফাউন্ডেশন (PDF) তাঁদের পঞ্চমবার্ষিকী প্রতিষ্ঠাতা দিবস উদযাপন করেছে, নয়ডা সেক্টর ৬ সংলগ্ন, ইন্দিরাগান্ধী কলা কেন্দ্র অডিটোরিয়ামে। সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যায় গানে গানে আনন্দদানে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতি সোমলতা আচার্য্য চৌধুরী সহ আরও অনেকে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, সারাবছর ধরে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, বিভিন্ন সংস্থার কাছে তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে, এই উৎসবকে রূপদান করে, সংগৃহিত অর্থ তুলে দেবেন সমাজের অবহেলিত দিশেহারা মানুষের কল্যাণে। এনাদের এই মহৎ উদ্যোগকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়, দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ির উদ্যোগে, দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ি প্রাঙ্গনস্থিত, প্রণব মুখাজী সভাগৃহে 'প্রণব মুখার্জী স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় স্মৃতিচারণ করেন রাজধানী শহরের একগুচ্ছ গুণী ব্যক্তিত্ব।

অঙ্কুর ankur

মদনপুর খাদার অঞ্চলে প্রান্তিক শিশুদের জন্য
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের স্কুল 'অঙ্কুর'।

স্কুলটির জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে আসুন।
নিচে QR Code স্ক্যান করে মুক্তহস্তে দান করুন।

A GENEROUS STEP TOWARDS THE GROWTH OF EDUCATION, PLEASE JOIN HANDS WITH US AND DONATE FOR **'ANKUR'** OUR PRIMARY SCHOOL AT MADANPUR KHADAR FOR THE UNDERPRIVILEGED. OUR SUPPORT TODAY, CAN GIVE THEM WINGS TO REACH THE SKY TOMMORROW!

Paytm Accepted Here

PLEASE SCAN THE QR CODE IF YOU WISH TO CONTRIBUTE FOR THIS NOBLE CAUSE. IN ORDER TO OBTAIN A RECEIPT PLEASE SHOW THE SCREEN SHOT OF THE TRANSACTION AT BENBAL ASSOCIATION MUKTADHARA OFFICE.

FOR FURTHER INFORMATION
CONTACT: 73034 54989

REGISTRATION No. 1295
of 1958-1959 UNDER SECTION 80G.
PAN: AAAAB0105G

রাজধানী দিল্লির আগামী সাংস্কৃতিক সংবাদ

আগামী ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারী, পার্পল টাচ ক্রিয়েটিভস এবং প্রভাস কল্যাণী প্রীতি ট্রাস্ট হাজারীবাগের যৌথ উদ্যোগে, দিল্লির সিরিফোর্ট অডিটোরিয়াম-II, প্রেক্ষাগৃহে, তিনদিন ব্যাপী একটি ইন্দো-বাংলা মুভি ফেস্টিভ্যাল আয়োজন হতে চলেছে। উদ্যোক্তাদের এই পঞ্চম বার্ষিকী মুভি ফেস্টিভ্যালে, অসমীয়া চলচ্চিত্রের সাথে বেশ কয়েকটি উন্নত মানের বাংলা ছবি দেখানো হবে। উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত পরিচালক শ্রী গৌতম ঘোষ, জনপ্রিয় অভিনেত্রী রূপা গাঙ্গুলী সহ এক ঝাঁক তারকা শিল্পী। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে, সিনেমা সম্পর্কিত, উন্নতমানের বিবিধ আলোচনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ থাকছে। প্রতিটি সিনেমা সর্ব সাধারণের জন্য বিনামূল্যে দেখানো হলেও, প্রবেশ পত্র অবশ্যই সংগ্রহ করে নিতে হবে।

আগামী ৩রা মার্চ, চিত্তরঞ্জন পার্কের বিপিন চন্দ্র পাল অডিটোরিয়ামে, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়, রাজধানী শহরের অন্যতম নাট্যদল, নবপল্লী নাট্য সংস্থা, আশাপূর্ণা দেবীর কালজয়ী উপন্যাস অবলম্বনে পূর্ণাঙ্গ নাটক 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' মঞ্চস্থ করতে চলেছে। নাট্যরূপ এবং নির্দেশনায় রয়েছেন শ্রী বিশ্বজিৎ সিনহা। রাজধানী শহরের সকল নাট্যপ্রেমী মানুষকে স্বাগত।

একটি বিশেষ আবেদন

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লি এবং সংলগ্ন বাঙালিদের কাছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবরাখবর 'অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ' নামক একটা মাসিক ক্ষুদ্র পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে। যদি আপনারা নিজ এলাকার সাংস্কৃতিক সংবাদ, প্রত্যেক মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে, আমাদের কাছে সযত্নে পাঠিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা যথাসম্ভব সেগুলো প্রকাশ করে সবার কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্টা হবো। আপনারা এই সমস্ত সংবাদ, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি এই তিনটির যেকোনো ভাষায় আমাদের কাছে ই-মেল (associationsangbad@gmail.com) করে অথবা আমাকে ব্যক্তিগত হোয়াটস্যাপ (রাজা চট্টোপাধ্যায় - 9810484734) মাধ্যমেও পাঠাতেন পারেন।

BENGAL ASSOCIATION
NEW DELHI
আপনি কি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হতে চান?
অথবা সদস্যতা নেবার পর ঠিকানা বা ফোন নং পরিবর্তিত হয়েছে?
যোগাযোগ করুন
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে
ফোন নংঃ
+91 7303400554
ইমেলঃ
bengalassociation1819@gmail.com
www.bengalassociation.com

Editor and Publisher Shri Prodip Ganguly
Published on behalf of Bengal Association, New Delhi.
Designed & Composed by Roma Chakraborty, C.R. Park, 9213134487

.